লালগড় নিয়ে আন্দোলনের পরের এই সময়টা হল আগামী দিনের জন্য প্রস্তুত হওয়ার সময় !

অবরোধ আন্দোলনের সাথীরা,

যতদিন আপনারা লড়াই-এর রাস্তায় ছিলেন, পুলিশ-প্রশাসনের ঘুম ছুটিয়ে দিয়েছিলেন — ততদিন ধরে আপনারা ছিলেন একপ্রাণ-একমন। যারা বাবুদের ভাষায় কি না সমাজের নিচের তলাকার লোকজন — সরকার, পুলিশ, প্রশাসন-এর বাবুরা, সি.পি.এম. পার্টির বাবুরা, তারা ভাবতেন তাদেরকে নিয়ে যা খুশি করা যায়। তাদের চোখে যারা কিনা চাষা–ভুষো, যতসব লেবার-আদিবাসী-শিডিউল কাস□এর লোক — তারা যে এরকম ভাবে একজোট হয়ে রুখে দাঁড়াতে পারে সেটা তারা ভাবতেও পারেনি। বড়-ছোট নানান পার্টিও ভাবতে পারেনি যে তাদেরকে বাদ দিয়ে — তাদের এমনকি পাত্তাও না দিয়ে — সমাজের একেবারে তলাকার লোকেরা নিজেরাই স্বাধীনভাবে লড়তে পারে। এমনকি আদিবাসী সমাজের মধ্যে যাদের প্রতিপত্তি আছে — প্রশাসন আর সমাজের ওপর মহলেও যাদের যোগাযোগ আছে — সেরকম কয়েক জন মাঝিও ভাবেননি যে তাঁরা থেমে যেতে বললেও অতি সাধারণ লোকেরা লড়াই চালিয়ে যেতে পারে। **আর এটাই হল এবারের লড়াই-এর সব থেকে বড় পাওয়া — কটা দাবি আদায় করা গেল তার চেয়েও ঢের দরকারি আর দামী ঐ পাওয়া।**

কিছু দাবি আপনারা আদায় করেছেন — লালগড়ের দাবির তালিকার কিছু কিছু দাবি আদায় হয়নিও বটে। কিন্তু ওসব দাবি তালিকার কথা বাদ দিন — আপনাদের এখনও বহু কিছু আদায় করা বাকি আছে — বহুদিনের শোষণ বঞ্চনার সবকিছুর হিসাব হচ্ছে — সব পাইপয়সা বুঝে নিতে হবে — বুঝিয়ে দিতে হবে। কারণ, **লালগড়ের লড়াই আর সেটাকে নিয়ে যে লড়াইটা ছড়িয়ে পড়ল — সেটা শুধুমাত্র পুলিশের নির্যাতনের বিরুদ্ধে ছিল না। এতদিন ধরে চলা অন্যায়–অত্যচার এর ফলে সমাজের নিচের তলায় জমে থাকা ক্ষোভকে প্রকাশ করেছিল লালগড়ের লড়াই।** না হলে কিন্তু এতবড় ব্যাপারটা হতই না। লালগড়ের জনগণ লড়াই শুরু করেছিলেন নিজের থেকে — কোনও পার্টির কথায় নয়। তারপর এক এক করে আপনারা — বিশাল এলাকার গরিব-মেহনতী আদিবাসীরা ঐ লড়াই-এর সমর্থনে লড়াইতে নেমে পড়েন — নিজেরা নিজেরা লড়াই শুরু করেন — তারাও কোনও পার্টির কথায় লড়াইতে নামেননি। অন্যান্য বহু অঞ্চলের গরিব জনগণ রাস্তা আটকানোর লড়াইতে না নামলেও আপনাদের সমর্থনে দাঁড়িয়ে যান।

আর এই ঘটনাটা দেখিয়ে দিল যে লড়াইটা যেমন ছিল লালগড়ে পুলিশী সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে — কিন্তু শুধু তাই নয় — তেমনই ঐ লড়াই ছিল এতদিন ধরে চলে আসা শাসকশ্রেণীদের শোষণের, তাদের চাপিয়ে দেওয়া দারিদ্রের, অনাহারের বিরুদ্ধে — ঐ লড়াই ছিল যুগ যগ ধরে চলে আসা যন্ত্রণার, অপমানের, বঞ্চনার বিরুদ্ধে। যে শোষণ শাসকশ্রেণীরা করে চলেছে সমস্ত চাষী-লেবারদেরকে আর কারখানা শ্রমিকদেরকে! তাদেরকে ছিবড়ে করে নিঙড়ে শুষে নিয়েছে, নিচ্ছে। তাদেরকে প্রায় ভিখারি করে ছেড়েছে। তাদেরকে বিনা চিকিৎসায় মরার দোরগোড়ায় ফেলে রেখেছে। যে অপমান আদিবাসীদেরকে আর "নিচু-জাতের" জনগণকে যুগ যুগ ধরে বাবুদেরকার পায়ের তলায় ফেলে রেখেছে জোর জবরদস্তি করে — তাদের কখনও সমান মর্যাদা তো দূরে থাক — কোনও মর্যাদাই দেয়নি; আদিবাসীদের ঘরের মা-বোনেদের সহ্য করে যেতে হয়েছে ওপরমহলের জঘন্য অত্যাচার। তাই এসবের বিরুদ্ধে আপনাদের ন্যায্য রাগ-ক্ষোভ সজোরে তুলে ধরেছে সত্যিকারের গণতন্ত্রের চাহিদা। যে চাহিদা, যে দাবি আপনাদের মনের মধ্যে আছে — সত্যিসত্যি সমান অধিকারের, সমান মর্যাদার দাবি — এমন একটা সমাজ যেখানে সব মানুষ সত্যিই সমান হবে — শুধু নামেমাত্র সমান নয়। এমন একটা সমাজ যেখানে কারোর মাথার ওপর কেউ নেই — কারোর পায়ের নিচেও কেউ থাকবে না।

প্রশাসনের কর্তাকে নাক-খৎ দেওয়ানোর দাবি তুলেও আপনারা আসলে কিন্তু তুলে ধরেছিলেন সেই আসল গণতন্ত্রের চাহিদা — যেখানে পুলিশ-মিলিটারি-প্রশাসন-বিচারব্যবস্থা সমেত গোটা শাসন-কাঠামোটাই থাকবে মেহনতী জনগণের অধীনে — অর্থাৎ, শ্রমিক-কৃষকের অধীনে। **সেই রাজত্বে, অর্থাৎ, শ্রমিক-কৃষকের রাজত্বে, জনগণই ওসব কাজে লোক নিয়োগ করবে — জনগণই তাদের মনে হলে ওদেরকে চাকরি থেকে ছাঁটাই করে দিতে পারবে যে কোনও সময়।** যে সমাজে কৃষি-শিল্প থেকে শুরু করে সব কিছুর পরিকল্পনা তৈরি হবে শুধুমাত্র মেহনতী

জনগণের স্বার্থে এবং প্রকৃতির যাতে ক্ষয়ক্ষতি না হয় তা হিসেবে রেখে — কোনও মালিকশ্রেণীর স্বার্থে নয়। আর সেই রাজত্বই হবে সত্যিকারের গণতান্ত্রিক। **সে রকম করতে গেলে এই চালু সমাজটাকে ছোটখাটো কিছু রদবদল করে কাজ হবে না — সমাজটার পুরো আগাপাশতলা বদল করতে হবে।** সেটা একটা বিরাট বড় লড়াই। যে লড়াইটা আগামী ভবিষ্যতে শ্রমিক-কৃষকদেরকে করতে হবে। সেটাই শ্রমিক-কৃষকের মনের মধ্যেকার চাহিদা, আসল দাবি। **মনে হতে পারে সেটা তো অনেক দূরের ব্যাপার, অনেক পরের ব্যাপার ! কিন্তু না — ভেবে দেখুন, আপনারাও কি মাত্র দু-মাস আগেও ভাবতে পেরেছিলেন এতবড় একটা আন্দোলন হবে এসব অঞ্চলে!**

সেই লক্ষ্যেই এগোতে হবে। আর তাই এখন সব ছোট-বড় লড়াইগুলোকে ব্যবহার করতে হবে সেই দিকে এগোনোর জন্য — সেই দিকে এগোনোর স্বার্থকে মাথায় রেখে কী করে জনগণকে পক্ষে টানা যায়, কী করে জনগণের সচেতনতা বাড়ানো যায় — কীভাবে ঐক্য বজায় রাখতে হয় ও বাড়াতে হয়। ঐ লক্ষ্যে কতটা এগোনো গেল সেটা দিয়েই আন্দোলনের কতটা কী জয়-পরাজয় হল তা মাপতে হবে। বুঝতেই পারছেন ঐ বড় লড়াই-এর জন্য তৈরি হওয়ার কাজ — জনগণের আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে জনগণের সচেতনতা বাড়ানোর কাজ, ঐক্য বাড়ানোর কাজ — স্বাধীন সংগঠন গড়ে তোলার কাজ — এসব দরকারি কাজ মাওবাদীরা যেরকম করে, যেমন, কিছু সশস্ত্র কর্মীর-ক্যাডারের কিছু গোলা-বারুদ সহ "অ্যাকশান" — সেভাবে করা সম্ভব নয়। বরং আজকে সেভাবে চললে ঐ বড় লড়াই-এর জন্য তৈরি হওয়ার কাজটার — গরিব-মেহনতীদেরকে প্রস্তুত করার কাজটার ক্ষতিই হবে। এই কথাটা স্পষ্ট করে বুঝে নেওয়া জরুরি।

আর সেই তৈরি হওয়ার কাজে নামলে সাবধান থাকতে হবে। কারণ আজ অনেকে মাঠে নেমেছে যারা আপনাদের মনের আগুনকে কাজে লাগিয়ে আপনাদেরকে নিজের দলে টানতে চাইছে। কিম্বা আপনাদের বিক্ষোভকে কাজে লাগিয়ে ভোট বাগানোর চেষ্টা করছে — আপনাদের সমর্থন নিয়ে সরকারি গদিতে বসার চেষ্টা করছে — অথবা ফের আপনাদেরকে ছোটখাটো কিছু পাইয়ে দিয়ে, কিছু টোপ দিয়ে আর লোভ দেখিয়ে বাগে রাখতে চাইছে। কিংবা কেউ কেউ হয়তো আপনাদের সমর্থনের জোরকে কাজে লাগিয়ে ওপরমহলে নিজেদের দাম বাড়াতে চাইছে। বুঝতেই পারছেন কারা কী করছে।

তাই সাবধান! অনেক কাল ধরে গরিব মেহনতী জনগণ-চাষী-মজুররা, শ্রমিক-কৃষকরা বড়লোকশ্রেণীদের জোয়াল টেনেছে। **মালিকশ্রেণীদের রাজত্ব চালায় যেসব পার্টি — তারা শ্রমিক-কৃষকদেরকে ব্যবহার করেছে ভোটের জন্য — শ্রমিক-কৃষকদেরকে এই বড়লোকদের রাজত্বের অনুগত প্রজা হিসেবে রেখে দেওয়ার জন্য। আপনাদের তাই পাল□ চেষ্টা করতে হবে গরিব মেহনতীদের নিজেদের স্বাধীন সংগঠন বানানোর আর বাড়ানোর জন্য।** মনে রাখবেন — আপনারা "একা" নন — সমাজের নানা শোষিত স্তর, নানা শ্রেণী সব পচে যাওয়া পার্টিদেরকে বাদ দিয়ে, নিজেরাই স্বাধীন উদ্যোগ নিয়ে লড়াইতে নামছে। লড়াইতে নামছে মালিকশ্রেণীদের, বিদেশী সাম্রাজ্যবাদীদের, দেশী-বিদেশী কোম্পানীদের হামলার বিরুদ্ধে। যার একটা বড় নজির রেখেছিলেন উড়িষ্যার কলিঙ্গনগরের আদিবাসীরা — টাটা কোম্পানীর জন্য সেখানকার সরকারের উচ্ছেদ-অভিযানের বিরুদ্ধে — পুলিশের গুলিতে ১৩ জন প্রাণ দিয়েও রুখে দিয়েছেন উচ্ছেদ। তারপর দেখেছেন সিঙ্গুর-নন্দীগ্রামের লড়াই যা শুরু হয় স্বাধীনভাবে, মহারাষ্ট্রের দলিতদের, মানে "নিচু-জাতের" জনগণের ওরকম স্বাধীন লড়াই, রায়গড় জেলার গ্রামবাসীদের উচ্ছেদ-বিরোধী আন্দোলন। আরও কত কী হচ্ছে সব কিছুর খবরও মালিকশ্রেণীদের কাগজে বেরোয় না। আর অন্যদিকে তৈরি হচ্ছে আগামী দিনের সেই বড় লড়াই-এর নেতা শ্রমিকশ্রেণীও — নানা কারখানায় তারা অন্যান্য পার্টিদের থেকে আলাদা হচ্ছেন — নিজেদের উদ্যোগে নিজেদের সংগঠন তৈরি করে কারখানার নানা দাবি নিয়ে লড়াই শুরু করছেন — তারাও শিখে নিচ্ছেন কী করে সংগঠন নিজেরাই চালাতে হয়, লড়াই করতে হয়। এই তৈরি হওয়ার সময়কে কাজে লাগান।

সংগ্রামী অভিনন্দন সহ

কৃষক কমিটি ও শ্রমিক সংগ্রাম কমিটি

৭ই পৌষ, ১৪১৫; ২২শে ডিসেম্বর, ২০০৮

দুটি সংগঠনের পক্ষে কৃষক কমিটির সম্পাদক অজয় মুখার্জী (ফোন নং: ৯৭৩২০–২৭৮৯২) কর্তৃক প্রকাশিত ও কমলা প্রেস,২০৯এ বিধান সরণী, কলকাতা ৬ হইতে মুদ্রিত।